জাতীয় উৎপাদনশীলতা বার্তা

(এনপিও বার্তা)

○ বর্ষ ঃ ০১ ○ সংখ্যা ০২ ○ সময় ব্যপ্তি ঃ জুলাই-২০১৭ — ডিসেম্বর-২০১৭ ○ প্রকাশের তারিখ : জুলাই-২০১৮

Higher Productivity Leads to Higher Sustainable Growth

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)

দুটি কথা.........

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর পেশাজীবীরা দেশের অর্থনীতির সকল খাতে উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে । একটি সমৃদ্ধশালী জাতি গঠনে উৎপাদনশীলতাকে জাতীয় আন্দোলন হিসেবে গড়ে তোলার কোন বিকল্প নেই । উৎপাদনশীলতার গুরুত্ব উপলব্ধি করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উৎপাদনশীলতাকে জাতীয় আন্দোলন হিসেবে গড়ে তোলার ঘোষণা দেন । একই সাথে প্রতি বছর ০২ অক্টোবরকে " জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস" হিসেবে পালন এবং শ্রেষ্ঠ শিল্প/সেবা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তার মাঝে "ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এওয়ার্ড" প্রদানের ঘোষণা দেন । সরকারের রূপকল্প ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে শিল্পসমৃদ্ধ মধ্যম আয়ের দেশ ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে পরিণত করা এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলার জন্য উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন অপরিহার্য ।

এনপিও'র পেশাজীবী জনবলের সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে । সে লক্ষ্যে নিয়মিত উৎপাদনশীলতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও প্রচারণামূলক কার্যক্রম, ডিজিটাল অনলাইন সার্ভিস প্রদানের জন্য টেকসই ওয়েবসাইট গঠন, সেক্টর ভিত্তিক জাতীয় পর্যায়ে উৎপাদনশীলতার লেভেল নির্ধারণ, গবেষণা এবং উদ্ভাবনীমূলক কর্মসূচি গ্রহণ, মাঠ পর্যায়ে জনসচেতনতা গড়ে তোলা এবং সকল ট্রেডবডিকে উৎপাদনশীলতা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এছাড়া এনপিও'র কার্যক্রম সম্পর্কিত ডকুমেন্টারি ফিল্ম প্রণয়ন এবং আধুনিক ডাটাবেজ প্রণয়নের উদ্যেগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তথ্য সংগ্রহ করে উৎপাদনশীলতার গতি প্রকৃতি নির্ণয়ের মাধ্যমে সমস্যা চিহ্নিত করে সম্ভাব্য সমাধানের উপায় নিরুপন পূর্বক উৎপাদনশীলতা বিষয়ক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হচ্ছে। উৎপাদনশীলতাকে জাতীয় আন্দোলনে পরিনত করার জন্য ০২ অক্টোবর, ২০১৭ ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস পালন করা হয়। দেশব্যাপী যথাযথভাবে জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে জেলা, উপজেলা , বিভিন্ন ট্রেডবডি এবং ইউনিয়ন পর্যায়ের জনগণকে সম্পৃক্ত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরের সহযোগিতা গ্রহণ করা হয় । উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন বিষয়ক আধুনিক কলাকৌশল বিষয়সমূহ এদেশের জনগণকে আরও বেশি করে অবহিত করানোর জন্য টোকিওস্থ এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) এবং NPO বাংলাদেশের যৌথ ব্যবস্থাপনায় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৩টি আন্তর্জাতিক সেমিনার/প্রশিক্ষন/কর্মশালা বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

এনপিও বার্তার প্রথম সংখ্যায় নিতান্ত ভুলঃবশত জুলাই ২০১৭ সংখ্যার বদলে ডিসেম্বর ২০১৭ সংখ্যা লেখা হয়েছে। যেহেতু গতবার বার্তাটি প্রথম বারের মত প্রকাশিত হয়, সেহেতু কিছু ভুল ত্রুটি অসচেতনতার কারণে ঘটে যায়। গত সংখ্যার কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত ভুলের জন্য সম্পাদনা কমিটি আন্তরিক ভাবে দুঃখ প্রকাশ করছে এবং এ ধরনের ভুল যাতে ভবিষ্যতে না ঘটে সে জন্য আরো সতর্ক থাকবে বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করছে।

উৎপাদনশীলতা বিষয়ক এনপিও বার্তা প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্কিং কমিটি নিয়মিত সরকারি দায়িত্বের পাশাপাশি অতিরিক্ত সময়ে এ কাজটি সম্পন্ন করে থাকে । উৎপাদনশীলতা বিষয়ক "এনপিও বার্তা" ২য় বারের মত প্রকাশিত হওয়ায় বার্তার মান ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য সকলের অংশগ্রহণ ও পরামর্শ প্রত্যাশিত । পরিশেষে উৎপাদনশীলতা বিষয়ক "এনপিও বার্তা" এ যাঁরা লেখা ও পরামর্শ দিয়ে সহায়তা প্রদান করেছেন তাদের প্রতি রইল গভীর কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন ।

সম্পাদনা পরিষদ

এস.এম. আশরাফুজ্জামান
সভাপতি ও পরিচালক (যুগ্ম-সচিব)
এনপিও, শিল্প মন্ত্রণালয়

মোঃ আব্দুল মুসাব্বির
সদস্য ও যুগ্ম-পরিচালক
এনপিও, শিল্প মন্ত্রণালয়

সুরাইয়া সাবরিনা
সদস্য ও গবেষণা কর্মকর্তা
এনপিও, শিল্প মন্ত্রণালয়

মোঃ মেহেদী হাসান
সদস্য ও গবেষণা কর্মকর্তা
এনপিও, শিল্প মন্ত্রণালয়

রিপন সাহা
সদস্য সচিব ও গবেষণা কর্মকর্তা
এনপিও, শিল্প মন্ত্রণালয়

প্রকাশনায়ঃ ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও), শিল্প ভবন, ৯১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
ই-মেইলঃ npobangla@yahoo.com, Web: www.npo.gov.bd
Facebook: National Productivity organisation (NPO), Bangladesh

উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)

এনপিও শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি সরকারি দপ্তর। দেশের উৎপাদনশীলতা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে ১৯৮২ সালে ডিসেম্বর মাসে শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে "জাতীয় শ্রম উৎপাদনশীলতা পর্যবেক্ষণ ও পরিনিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র (এনসিএমএলপি)" নামে একটি উন্নয়ন প্রকল্প গৃহীত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পটির নাম পরিবর্তন করে "বাংলাদেশ উৎপাদনশীলতা কেন্দ্র (বিপিসি)" রাখা হয়। সর্বশেষে ১৯৮৯ সালে "বাংলাদেশ উৎপাদনশীলতা কেন্দ্র (বিপিসি)" প্রকল্পটিকে উন্নয়ন খাত হতে সরকারের নিয়মিত রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরপূর্বক শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয় হতে "ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)" নামে শিল্প মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়। এনপিও বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন খাত, উপ-খাত এবং কুটির শিল্পসহ এসএমই ও শিল্প/সেবা প্রতিষ্ঠান খাতে উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে যুগোপযোগী কলাকৌশল সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ, সেমিনার/কর্মশালা, পরামর্শ সেবা, কারিগরী সহায়তা প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে । এনপিও জাপানস্থ এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি আর্গানাইজেশন (এপিও) এর ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে আন্তর্জাতিক মানের কনসালটেন্সি সেবা প্রদান করে থাকে । এছাড়াও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণানুযায়ী, উৎপাদনশীলতাকে জাতীয় আন্দোলনে পরিণত করা, প্রতিবছর ০২ অক্টোবরকে "জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস" পালন করা এবং সর্বোপরি এ কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে শিল্প/সেবা প্রতিষ্ঠানে সেরা উদ্যোক্তাদেরকে স্বীকৃতি স্বরূপ প্রতিবছর "ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এওয়ার্ড" প্রদান করা হচ্ছে । এনপিও হতে সম্ভাবনাময় শিল্প/সেবা সেক্টরের প্রোডাকটিভিটি উন্নয়নকল্পে গবেষণা চালানো ও উদ্ভাবনীমূলক ইনোভেশন কার্যক্রমও চর্চা করা হচ্ছে । এনপিও' র **রূপকল্প** (Vision) হচ্ছে উৎপাদনশীলতার উৎকর্ষ সাধনে বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠান । এ অভিলক্ষ্যে (Mission) পৌছানোর জন্য উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি কল্পে কারখানা ও সেবা প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ, পরামর্শ, গবেষণা, কারিগরী সহায়তা ও উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে দ্রব্য/সেবার উৎপাদন বৃদ্ধি, গুণগত পদ্ধতির উন্নয়ন এবং দক্ষ জনবল তৈরির প্রয়াস চালানো হচ্ছে ।

ভিশন, মিশন ও কার্যাবলী

ভিশন ঃ

- জাতীয় পথপ্রদর্শক হিসেবে উৎপাদন এবং গুণগতমান পরিচালনা করা।

মিশন ঃ

- বিভিন্ন কার্যকর কর্মসূচির মাধ্যমে উৎপাদন এবং গুণগতমান উন্নয়নের জন্য প্রতিযোগিতামূলক সেবা প্রদান।
- প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নির্মাণ,প্রশিক্ষণ,পরামর্শ, গবেষণা এবং উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে দীর্ঘ এবং স্বল্প পর্যায়ে উৎপাদন এবং গুণগত পদ্ধতির উন্নতি সাধন করা।

উদ্দেশ্য ঃ

- বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যে উৎপাদনশীলতাবোধ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে উদ্যোক্তার (প্রমোটার) ভূমিকা পালন করা;
- উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের লক্ষ্যে যথাযথ কলাকৌশল উদ্ভাবন ও নীতিমালা প্রণয়নে সরকার বরাবরে সুপারিশ পেশ প্রদান করা;
- জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিল্প কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য নিয়মিতভাবে উৎপাদনশীলতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করা;
- শিল্প কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে উৎপাদনশীলতার গতিধারা সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে পরামর্শ সেবা ও কনসালটেন্সির মাধ্যমে প্রভাবক বা ক্যাটালিস্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন করা;
- উৎপাদনশীলতা বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ,সংকলন এবং বিশ্লেষণসহ প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক বিভিন্ন মহলে বিতরণ করার লক্ষ্যে তথ্য ভান্ডার গঠন করা এবং
- এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) এর বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে এনপিও, বাংলাদেশের ফোকাল পয়েন্ট এর দায়িত্ব পালন করা।

কার্যাবলী ঃ

- উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের লক্ষ্যে KAIZEN কর্মসূচির মাধ্যমে কন্সালটেন্সী সার্ভিস প্রদান করা;
- উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ;
- শিল্প কারখানা ও সেবা প্রতিষ্ঠানে ধারাবাহিক ও পদ্ধতিগতভাবে উৎপাদনশীলতা সচেতনতা প্রচারাভিযান;
- উৎপাদনশীলতা গতি ধারা অনুসন্ধানের লক্ষ্যে ইন্টারফার্ম প্রোডাকটিভিটি ও বিজনেস ক্লিনিকের আয়োজন;
- আন্তর্জাতিক, জাতীয়, আঞ্চলিক ও প্ল্যান্ট লেভেলে উৎপাদনশীলতা বিষয়ক সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা ইত্যাদি আয়োজন করা;
- শিল্প কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কোষ গঠনে সহায়তা প্রদান এবং
- উৎপাদনশীলতা সংক্রান্ত গবেষণা প্রতিবেদন প্রণয়ন ও কেইস ষ্টাডি পরিচালনা করা ।

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস-২০১৭ উদ্‌যাপন

গত ০২ অক্টোবর, ২০১১ তারিখে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) কর্তৃক আয়োজিত উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন বিষয়ক জাতীয় বহুপক্ষীয় সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে উৎপাদনশীলতাকে জাতীয় আন্দোলনে রূপান্তরের লক্ষ্যে প্রতি বছর ০২ অক্টোবর তারিখে জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস পালনের ঘোষণা প্রদান করেন। তদানুযায়ী অন্যান্য বছরের ন্যায় গত ০২ অক্টোবর, ২০১৭ তারিখে সারা দেশব্যাপী নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস-২০১৭ পালন করা হয়। জাতীয় পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের শিল্প, কৃষি ও সেবাসহ বিভিন্ন খাতে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে এ দিবসটি উদ্‌যাপন করা হয়। এ বছর দিবসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'টেকসই উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির জন্য উৎপাদনশীলতা'। দিবসটি উপলক্ষে মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পৃথক পৃথক বাণী দিয়েছেন। শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) দিবসটি কেন্দ্রীয়ভাবে উদযাপন উপলক্ষে বিস্তারিত কর্মসূচি পালন করে। কর্মসূচির অংশ হিসেবে সোমবার সকাল ৮টায় রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন সংলগ্ন সড়ক থেকে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মোহাম্মদ আব্দুলাহ্‌র নেতৃত্বে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, শিল্প-কারখানার মালিক, শ্রমিক ও কর্মচারিরা শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন।

সকাল ১১ টায় রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে 'টেকসই উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির জন্য উৎপাদনশীলতা' শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এনপিও আয়োজিত এ সেমিনারে বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ প্রধান অতিথি এবং এফবিসিসিআইর সভাপতি জনাব মোঃ শফিউল ইসলাম (মহিউদ্দিন) বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ডঃ সাইফুল ইসলাম এবং স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন এনপিও পরিচালক জনাব এস. এম. আশরাফুজ্জামান।

দিবসটি উপলক্ষে মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ তাঁর বাণীতে বলেন, "দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও টেকসই উন্নয়নের জন্য উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই । উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে গুরত্বপূর্ণ অবদান রাখে। তাই অর্থনীতির সকল খাতে উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন অপরিহার্য"।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, "জাতীয় অর্থনীতিতে উৎপাদনশীলতার গুরত্ব অপরিসীম। উৎপাদনশীলতা দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করে। এটি দেশের উন্নয়ন তথা জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের চাবিকাঠি। সরকার ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজন কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিসহ টেকসই উন্নয়ন। এজন্য সর্বস্তরের জনগণের মাঝে উৎপাদনশীলতা বিষয়ে সচেতনতাবোধ সৃষ্টি করা প্রয়োজন"। সেমিনারে বাণিজ্যমন্ত্রী সরকারের উন্নয়নের বিভিন্ন দিক উল্লেখ করে বলেন, "বাংলাদেশ সামাজিক ও অর্থনৈতিক সব ক্ষেত্রে পাকিস্তান থেকে এগিয়ে। বিভিন্ন সামাজিক ক্ষেত্রে ভারতের থেকেও এগিয়ে বাংলাদেশ। পার্শ্ববর্তী ভারতের তুলনায় আমাদের উৎপাদনশীলতা শতকরা ৭০ শতাংশ। এটা আরও বাড়িয়ে ৯০ শতাংশে উন্নীত করতে হবে। বর্তমানে দেশের ৭০ শতাংশ মানুষ বিদ্যুৎ ব্যবহার করছে। ২০২৪ সালের মধ্যে শতভাগ মানুষের জন্য বিদ্যুৎ নিশ্চিত করতে হবে"।

দিবসটি উপলক্ষে বিভিন্ন মোবাইল অপারেটরদের মাধ্যমে নানা শ্রেণি পেশার মানুষের নিকট জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস-২০১৭ এর শুভেচ্ছা বার্তা সম্বলিত ভয়েস কল ও এসএমএস প্রেরণ করা হয়। দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে The Daily Observer, দৈনিক সমকাল, দৈনিক ভোরের কাগজ, দৈনিক কালের কণ্ঠ, দৈনিক আমাদের সময়, আমাদের অর্থনীতি ও The Asian Age জাতীয় দৈনিকগুলোয় বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয় । একই সাথে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী সম্বলিত একটি স্মরণিকাও প্রকাশ করা হয় । এছাড়াও বিটিভি ও বিটিভি ওয়ার্ল্ড কর্তৃক শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু, শিল্প সচিব জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ ও এনপিও পরিচালক জনাব এস.এম. আশরাফুজ্জামান এর সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত টকশো প্রচার এবং দিবসের প্রথম প্রহরে বিটিভি ও বিটিভি ওয়ার্ল্ড হতে জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবসের তাৎপর্য সম্প্রচার করা হয়।

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবসের র‍্যালির শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস উপলক্ষে শিল্প সচিব জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্‌র নেতৃত্বে এনপিও, শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত র‍্যালির একাংশ

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্

বিভিন্ন জেলা উপজেলায় জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস-২০১৭ পালনের কিছু খন্ডচিত্র

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস উপলক্ষে ফরিদপুর জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত র‍্যালির একাংশ।

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস উপলক্ষে কুমিল্লা জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত র‍্যালির একাংশ।

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস উপলক্ষে কুড়িগ্রাম জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত র‍্যালির একাংশ।

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস উপলক্ষে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত র‍্যালির একাংশ।

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস উপলক্ষে জেলা প্রশাসন, নওগাঁ কর্তৃক আয়োজিত র‍্যালির একাংশ।

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস উপলক্ষে জেলা প্রশাসন, মৌলভীবাজার কর্তৃক আয়োজিত র‍্যালির একাংশ।

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস উপলক্ষে আত্রাই উপজেলা প্রশাসন, নওগাঁ কর্তৃক আয়োজিত র‍্যালির একাংশ।

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস উপলক্ষে বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা সভা

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস উপলক্ষে গাইবান্দা জেলার পলাশবাড়ী উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা সভা

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস উপলক্ষে কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা সভা

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস-২০১৭ উপলক্ষে গোলটেবিল বৈঠক

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস-২০১৭ পালন উপলক্ষে এনপিও এবং জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি, বাংলাদেশ (নাসিব) এর যৌথ উদ্যোগে গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭ইং, ১২ আশ্বিন ১৪২৪ বুধবার সকাল ১১.০০টায় হোটেল ৭১ (পার্লামেন্ট হাউজ, ১৭৬ শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম রোড, বিজয় নগর, ঢাকা) **"টেকসই উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির জন্য উৎপাদনশীলতা"** শীর্ষক এক গোলটেবিল আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ এর অনুপস্থিতিতে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব সুষেণ চন্দ্র দাস। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব এ বি এম খোরশেদ আলম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (অতিরিক্ত সচিব), এনএসডিসি সচিবালয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এনপিও পরিচালক জনাব এস. এম. আশরাফুজ্জামান। উক্ত অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জনাব মির্জা নূরুল গনী শোভন (সিআইপি) সভাপতি, নাসিব ও পরিচালক, এসএমই ফাউন্ডেশন।

গোলটেবিল আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব সুষেণ চন্দ্র দাস, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (অতিরিক্ত সচিব), এনএসডিসি সচিবালয়, এনপিও'র পরিচালক জনাব এস. এম. আশরাফুজ্জামান, জনাব মির্জা নূরুল গনী শোভন, সভাপতি, নাসিব এবং অন্যান্য।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব মহোদয়ের এনপিও অফিস পরিদর্শন

১৮ অক্টোবর, ২০১৭ ইং তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ এনপিও অফিস পরিদর্শন করেন। এসময় তার সাথে উপস্থিত ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব সুষেণ চন্দ্র দাস, অতিরিক্ত সচিব মিজ পরাগ ও অতিরিক্ত সচিব জনাব মো: এনামুল হক। এনপিও পরিচালক এস. এম. আশরাফুজ্জামান মাননীয় সচিব মহোদয়কে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। এ সময় সচিব মহোদয়কে এনপিও'র বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করা হয়। সচিব মহোদয় এনপিও'র কার্যক্রমকে আরো গতিশীল ও বেগবান করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরণের নির্দেশনা প্রদান করেন।

সচিব মহোদয়কে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন এনপিও পরিচালক জনাব এস. এম. আশরাফুজ্জামান

শিল্প সচিব মহোদয়কে শুভেচ্ছা স্মারক প্রধান করেন এনপিও পরিচালক
এসময় অতিরিক্ত সচিব জনাব সুষেন চন্দ্র দাস ও অতিরিক্ত সচিব মিজ পরাগ উপস্থিত ছিলেন।

এনপিও, এস আর এশিয়া, ইসিএম ফুটওয়্যার এবং কুসুমকলি ফুটওয়্যার এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত

লেদার শিল্পে উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে MFCA কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) এর Demonstration project এর আওতায় এনপিও, এস আর এশিয়া, ইসিএম ফুটওয়্যার এবং কুসুমকলি ফুটওয়্যার যৌথভাবে গত ১৭/১০/২০১৭ইং তারিখে এনপিও'র পরিচালক মহোদয়ের কক্ষে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এর ফলে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত কাঁচামালের অপচয় রোধের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানকে অধিক উৎপাদনশীল করে তোলা যাবে। এ পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যয় হ্রাসের মাধ্যমে প্রতিযোগী হয়ে অধিকতর মুনাফা লাভে সক্ষম হবে।

এনপিও পরিচালক জনাব এস.এম. আশরাফুজ্জামান, এস আর এশিয়া, ইসিএম ফুটওয়্যার এবং কুসুমকলি ফুটওয়্যার এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক বিনিময় করছেন।

এনপিও তে সবুজায়ন কার্যক্রম

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে শিল্পসমৃদ্ধ মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে পরিণত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। বর্তমান সরকারের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এনপিও, শিল্প মন্ত্রণালয় নতুন ভিশন ও মিশন গ্রহণ করেছে । বিশেষ করে সবুজ শিল্পায়নের ধারা বেগবান করে টেকসই প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে সরকার বদ্ধপরিকর । টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) এর নবম লক্ষ্য হচ্ছে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্প উন্নয়ন । এ লক্ষ্য অর্জনের অংশ হিসেবে সবুজ উৎপাদনশীলতা অপরিহার্য । এনপিও তে সবুজায়ন কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে । এর মাধ্যমে দাপ্তরিক কাজের পরিবেশ ও সুন্দর হয়েছে।

এনপিও পরিচালক জনাব এস. এম. আশরাফুজ্জামান কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে নিয়ে সবুজায়ন কার্যক্রম উদ্বোধন করেন

জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস- ২০১৭ পালিত

২৩ জুলাই, ২০১৭ তারিখে জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস-২০১৭ পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে শিল্প মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থা গুলো এর উদ্ভাবনী সেবা ও কর্মকান্ড নিয়ে মন্ত্রণালয়ের নিচ তলায় প্রদর্শনীর আয়োজন করে। এনপিও উদ্ভাবনী সেবা ও কর্মকান্ড নিয়ে প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু প্রদর্শনীতে অংশ নেয়া স্টল গুলো ঘুরে দেখেন। এ সময় তার সাথে উপস্থিত ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূইয়া এনডিসি, অতিরিক্ত সচিব জনাব সুষেণ চন্দ্র দাস, অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ দাবিরুল ইসলাম, এনপিও'র পরিচালক (যুগ্ম সচিব) জনাব এস. এম. আশরাফুজ্জামান এবং অন্যান্য। এরপর শিল্প মন্ত্রণালয়ের সামনে স্থাপিত মঞ্চে জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস উপলক্ষে বক্তব্য প্রদান করেন শিল্প মন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু। তিনি সরকারি কর্মকর্তাদের সেবার মান আরো বাড়ানোর জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস উপলক্ষে এনপিও এর উদ্ভাবনী সেবা ও কর্মকান্ড নিয়ে প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ।

জাতীয় উৎপাদনশীলতা কার্য-নির্বাহী কমিটির একাদশ তম সভা অনুষ্ঠিত

জাতীয় উৎপাদনশীলতা কার্য-নির্বাহী কমিটির একাদশ তম সভা গত ২০ নভেম্বর, ২০১৭ তারিখে বিকাল: ৩.০০ ঘটিকায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় সভাপতিত্ব করেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্। সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ দাবিরুল ইসলাম, এনপিও পরিচালক (যুগ্ম সচিব) জনাব এস. এম. আশরাফুজ্জামান, শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর- সংস্থাগুলোর প্রধান, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, বিভিন্ন ট্রেড বডির প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিগণ। সভার শুরুতে সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে এবং পারস্পরিক পরিচিতির মাধ্যমে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে জনাব এস. এম. আশরাফুজ্জামান, এনপিও পরিচালক জাতীয় উৎপাদনশীলতা কার্যনির্বাহী কমিটির কার্যপত্র সভায় উপস্থাপন করেন। সভায় এনপিও দপ্তরের আপগ্রেডেশন ও আঞ্চলিক অফিস স্থাপন, এনপিও'র জন্য বরাদ্দকৃত জায়গায় ভবন নির্মাণ , এনপিওকে একটি দক্ষ পেশাদারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কারিগরী প্রকল্প গ্রহণ , বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন খাত ও উপ-খাত ভিত্তিক উৎপাদনশীলতার Level নির্ধারণ সহ মোট ১৮ টি বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হয়।

জাতীয় উৎপাদনশীলতা কার্য-নির্বাহী কমিটির একাদশ তম সভায় সভাপতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) ও বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (বিডব্লিউসিসিআই) এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত

গত ১৩ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে এনপিও ও বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (বিডব্লিউসিসিআই) এর মধ্যে উৎপাদনশীলতা বিষয়ে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয় । অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্। অনুষ্ঠানে এনপিও পরিচালক জনাব এস.এম. আশরাফুজ্জামান ও বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (বিডব্লিউসিসিআই) এর সভাপতি সেলিমা আহমদ সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন । বিডব্লিউসিসিআই একটি অলাভজনক, অরাজনৈতিক সংস্থা যারা দেশব্যাপি নারীদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়নে কাজ করছে। এই সমঝোতা স্মারক এর উদ্দেশ্য হল বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এর নারী উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষন, কর্মশালা, সেমিনার ইত্যাদির মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বলেন "এনপিও দেশের শিল্প খাতে উৎপাদনশীলতা বিষয়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে । উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মালিক, শ্রমিক, রাষ্ট্র সবাই উপকৃত হয় এবং সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি পায় । এছাড়া ভোক্তা সুলভ মূল্যে পণ্য উৎপাদন করতে পারে। তাছাড়া এই সমঝোতা স্মারক বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (বিডব্লিউসিসিআই) এর মাধ্যমে উৎপাদনশীলতার ক্ষেত্রে মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত থাকবে"।

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) ও বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (বিডব্লিউসিসিআই) এর মধ্যে উৎপাদনশীলতা বিষয়ে সমঝোতা স্মারক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্। আরও উপস্থিত ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মিজ পরাগ, অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ দাবিরুল ইসলাম, এনপিও এর পরিচালক জনাব এস.এম. আশরফুজ্জামান, বিডব্লিউসিসিআই এর সভাপতি সেলিমা আহমদ ও অন্যান্য।

শিল্প সচিব জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ ও মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে এনপিও পরিচালক জনাব এস.এম. আশরাফুজ্জামান, বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ (বিডব্লিউসিসিআই) এর সভাপতি সেলিমা আহমদ সমঝোতা স্মারক বিনিময় করছেন।

এপিও সোসাইটি ফর বাংলাদেশ এর প্রতিনিধিদের সাথে শিল্প সচিবের মত বিনিময় সভা

এপিও সোসাইটি ফর বাংলাদেশ গত ০৯ ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখে রাজধানীর ফার্স হোটেল অ্যান্ড রিসোর্ট, বিজয়নগর, ঢাকাতে একটি মত বিনিময় সভার আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব ও এপিও কান্ট্রি ডিরেক্টর ফর বাংলাদেশ জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্। উক্ত মত বিনিময় সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ দাবিরুল ইসলাম, এনপিও পরিচালক (যুগ্মসচিব) ও এপিও অল্টারনেটিভ কান্ট্রি ডিরেক্টর ফর বাংলাদেশ জনাব এস.এম. আশরাফুজ্জামান, এপিও সোসাইটি ফর বাংলাদেশ এর সভাপতি জনাব মোঃ জাওয়েদ ইয়াহিয়া, এনপিও'র যুগ্ম-পরিচালক জনাব মোঃ আব্দুল মুসাব্বির ও নাসিব এর সভাপতি জনাব মির্জা নুরুল গণি শোভন। মত বিনিময় সভায় এপিও সোসাইটি ফর বাংলাদেশ এর সভাপতি জনাব মোঃ জাওয়েদ ইয়াহিয়া আগত সকল অতিথিবৃন্দকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান ।

এপিও সোসাইটি ফর বাংলাদেশ আয়োজিত মত বিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব ও এপিও কান্ট্রি ডিরেক্টর ফর বাংলাদেশ জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ দাবিরুল ইসলাম। আরো উপস্থিত ছিলেন এপিও অল্টারনেটিভ কান্ট্রি ডিরেক্টর ফর বাংলাদেশ এস.এম. আশরাফুজ্জামান, এপিও সোসাইটি ফর বাংলাদেশ এর সভাপতি জনাব মোঃ জাওয়েদ ইয়াহিয়া।

এনপিও এর পেশাজীবীদের টেকনিক্যাল এক্সপার্ট সার্ভিস গ্রহন

Workshop on Productivity Measurement & Monitoring System for NPO Officials শিরোনামে গত ২৭ নভেম্বর, ২০১৭ তারিখ থেকে ১ ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখ পযন্ত পাঁচদিন ব্যাপী একটি কর্মশালা এনপিও এর সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিঙ্গাপুর ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির সহযোগী অধ্যাপক ডঃ ভূ মিন খং। উক্ত ওয়ার্কশপের সমন্বয়কারী ছিলেন এনপিও পরিচালক (যুগ্ম-সচিব) জনাব এস.এম. আশরাফুজ্জামান। এ কর্মশালায় জাতীয় পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা পরিমাপ করার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়া উৎপাদনশীলতা পরিমাপ করার বিভিন্ন উপাত্ত সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, মূল্য সংযোজনে উৎপাদনশীলতা পরিমাপ, মোট উপকরণ উৎপাদনশীলতা পরিমাপ ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সবশেষে এনপিও পরিচালক জনাব এস.এম. আশরাফুজ্জামান ১ ডিসেম্বর, ২০১৭ ইং তারিখ বিকাল ৫ টা সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন এবং প্রশিক্ষকসহ উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে প্রোগ্রাম সমাপ্ত করেন।

এনপিও পরিচালক জনাব এস.এম. আশরাফুজ্জামান ওয়ার্কশপের সমন্বয়কারী হিসাবে কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিঙ্গাপুর ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির সহযোগী অধ্যাপক ডঃ ভূ মিন খং।

টিইএস কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠানে এনপিও পরিচালক, এক্সপার্ট ও এনপিও'র কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ

উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে এনপিও'র প্রশিক্ষণ

এনপিও জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের প্রথম ০৬ মাসে সরকারি/বেসরকারি শিল্প/সেবা প্রতিষ্ঠানের কমরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে নিয়মিতভাবে "উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কলাকৌশল, Increasing Productivity at Work, কারখানা পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন, প্রোডাকটিভিটি টুলস এন্ড টেকনিকের দক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন, অপচয় রোধের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা ও পণ্যের গুণগতমান উন্নয়ন, পণ্যের গুণগতমান নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন, শিল্প উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও ব্যবসা সম্প্রসারন এবং কোয়ালিটি ব্যবস্থাপনা, কারখানা পর্যায়ে প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদনশীলতা ও পণ্যের গুণগতমান উন্নয়ন" শীর্ষক শিরোনামে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে। দেশের বিভিন্ন শিল্প/সেবা প্রতিষ্ঠানে গত ২০১৭-১৮ অর্থবছরের প্রথম ০৬ মাসে ২৮ টি প্রশিক্ষণ পরিচালনা করার মাধ্যমে ১১৮৩ জন প্রশিক্ষণার্থীদেরকে উৎপাদনশীলতা বিষয়ক বিভিন্ন কলাকৌশলের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় ।

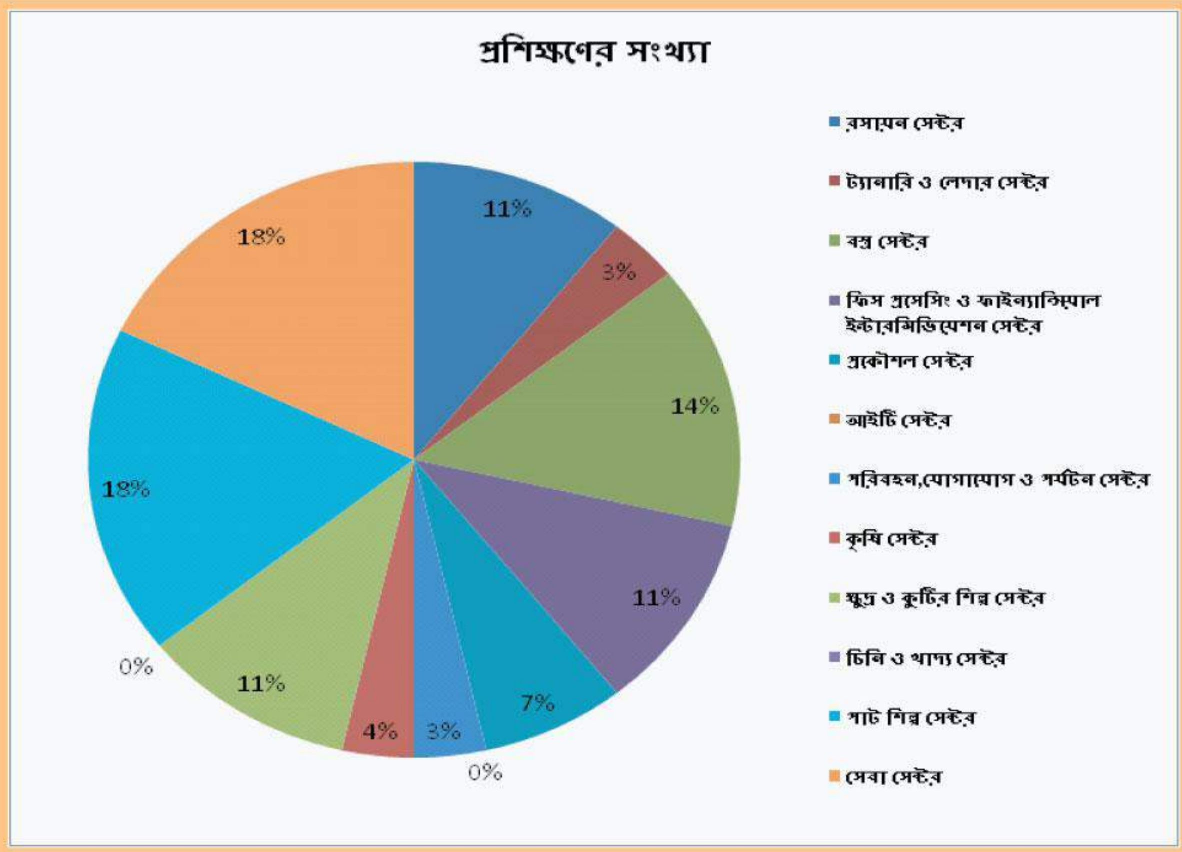

২০১৭-১৮ অর্থবছরের প্রথম ৬ মাসে অনুষ্ঠিত ২৮টি প্রশিক্ষণের মধ্যে সেক্টর ভিত্তিক সম্পাদিত প্রশিক্ষণের শতকরা হার

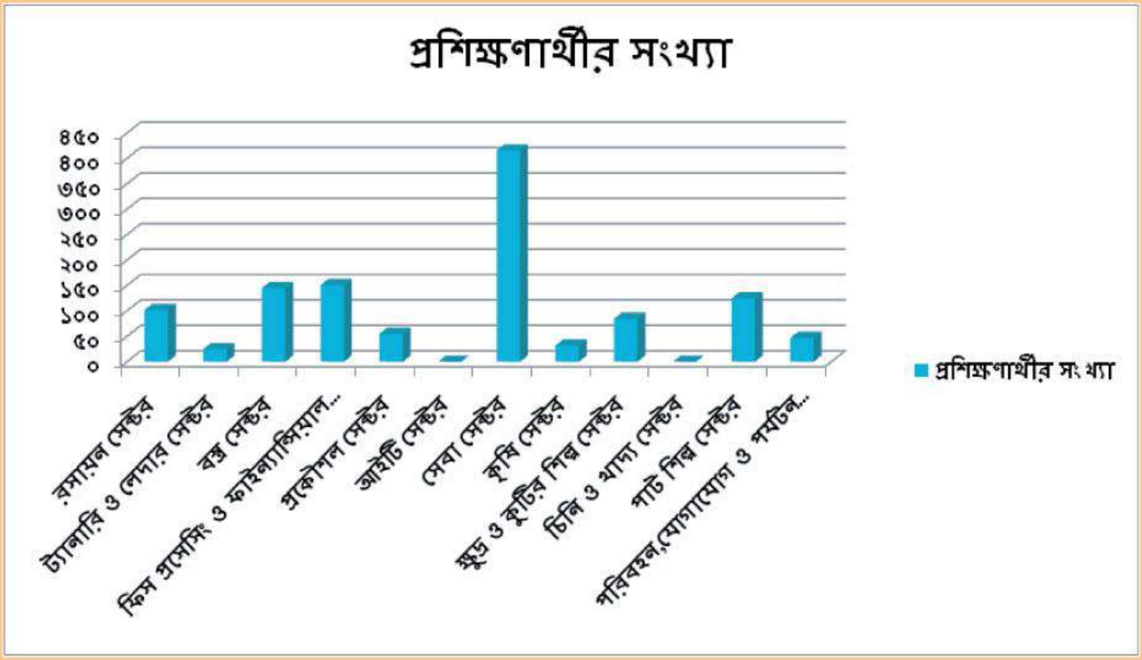

২০১৭-১৮ অর্থবছরের প্রথম ০৬ মাসে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা

ডিএপি ফার্টিলাজার কোম্পানী লিঃ, রাঙ্গাদিয়া, চট্টগ্রামে "প্রোডাকটিভিটি টুলস এন্ড টেকনিকের দক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন" বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এনপিও'র পরিচালক (যুগ্ম সচিব) জনাব এস.এম. আশরাফুজ্জামান। প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা জনাব মোঃ ফরিদ উদ্দিন, গবেষণা কর্মকর্তা জনাব মোঃ রাজু আহম্মদ এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তা জনাব মোঃ জহুরুল ইসলাম।

বিআরটিসির মতিঝিল বাস ডিপোতে "উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কৌশল" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন এনপিও'র উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা জনাবা মোঃ নজরুল ইসলাম, গবেষণা কর্মকর্তা জনাব রিপন সাহা এবং গবেষণা কর্মকর্তা (সিসি) জনাব মোঃ আকিবুল হক।

ইউএমসি জুট মিলস লিঃ, নরসিংদীতে "উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কৌশল" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এনপিও'র উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, গবেষণা কর্মকর্তা (সিসি) জনাব মোঃ আকিবুল হক এবং পরিসংখ্যান তথ্যানুসন্ধানকারী মিসেস নাহিদা সুলতানা রত্না।

দিন বদলের সনদ ফাউন্ডেশনে "উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কলাকৌশল ও হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট" বিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এনপিও'র উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা জনাব এ,টি,এম মোজাম্মেল হক, গবেষণা কর্মকর্তা মিজ সুরাইয়া সাবরিনা এবং পরিসংখ্যান তথ্যানুসন্ধানকারী জনাব মোঃ রিপন মিয়া।

বিসিক সিলেটে অনুষ্ঠিত "উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন বিষয়ক ৩ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এনপিও'র উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা জনাব মুহাম্মদ আরিফুজ্জামান, গবেষণা কর্মকর্তা জনাব মেহেদী হাসান এবং পরিসংখ্যান তথ্যানুসন্ধানকারী সৈয়দ জায়েদ-উল-ইসলাম।

নিটল মটরস্ লিমিটেড, সিলেটে অনুষ্ঠিত "উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কলাকৌশল বিষয়ক ৩ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এনপিও'র উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা জনাব মুহাম্মদ আরিফুজ্জামান, গবেষণা কর্মকর্তা মোছাম্মৎ ফাতেমা বেগম এবং পরিসংখ্যান তথ্যানুসন্ধানকারী সৈয়দ জায়েদ-উল-ইসলাম।

ইপিলিয়ন নীটওয়্যারস লিমিটেড এ অনুষ্ঠিত "উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কলা কৌশল" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এনপিও'র উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা জনাব আমান উল্লাহ ফকির, গবেষণা কর্মকর্তা জনাব মেহেদী হাসান এবং গবেষণা কর্মকর্তা (সিসি) জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান।

উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে এপিও'র ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে ই-লার্নিং কোর্স

এপিও এবং বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় গ্লোবাল ডেভেলপমেন্ট লার্নিং নেটওয়ার্কের আওতায় বাংলাদেশ Global Distance Learning Centre, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১৭ এ (১) e-Learning course on Customer Satisfaction Management for the Service Sector. (21-24 August 2017), (২) e-Learning Course on ICT-based Services for Agricultural Extension (03-06 October 2017) Ges (৩) e-Learning Course on Green Productivity (13-16 November 2017) (৪) e-Learning Course on Food Safety risk Management in food Supply Chain (20-23 November 2017) (৫) e-Learning Course on Management Innovation in SME's (11-14 December 2017) ০৫(পাঁচ) টি ই-লার্নিং কোর্স বাস্তবায়ন করা হয়েছে । উক্ত ই-লার্নিং কোর্সসমূহে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন বোর্ড, পরিদপ্তর, কর্পোরেশন, স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা ও বিভিন্ন ট্রেড বডিসহ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে কর্মরত ১৪৮ জন কর্মকর্তা প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন ।

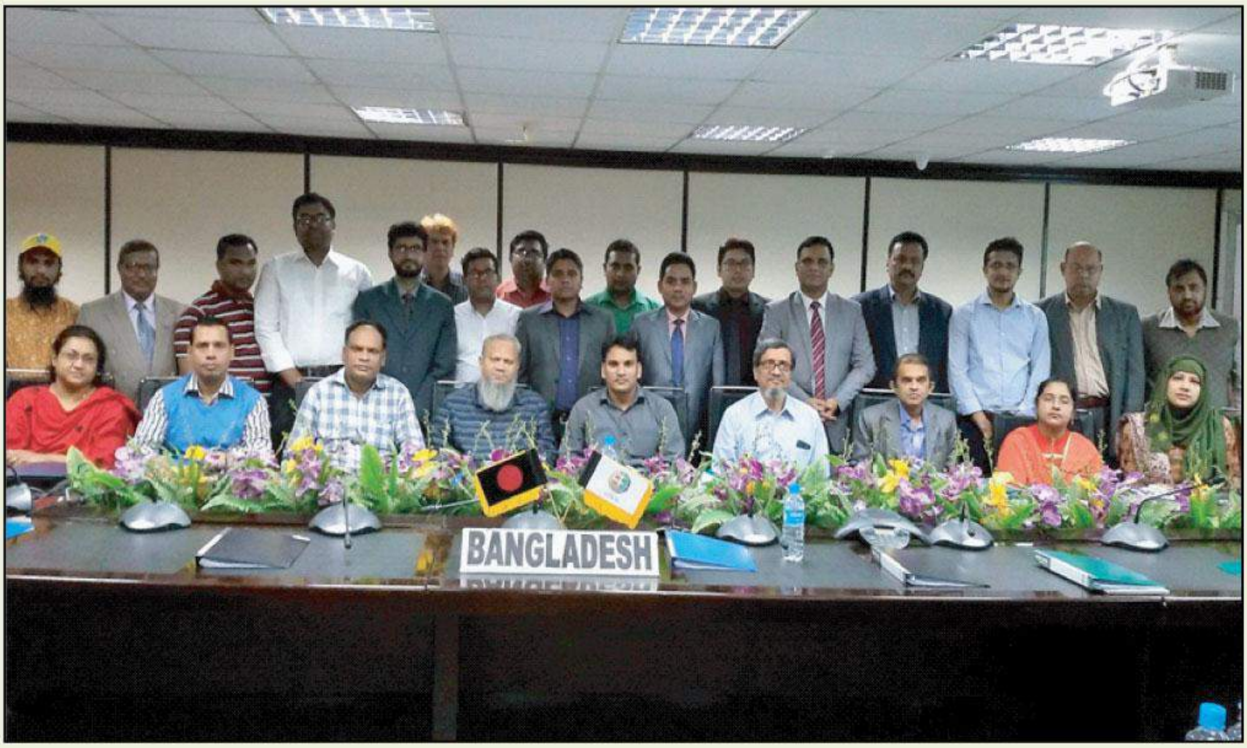

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে ই-লার্নিং প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

এপিও কর্তৃক জুলাই ২০১৭ - ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত সালের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) একটি আন্ত: আঞ্চলিক সরকারি প্রতিষ্ঠান (Inter-Governmental Regional Organization)। ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) বাংলাদেশে এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও)'র লিয়াঁজো অফিস হিসেবে এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। এ আওতায় এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশসমূহে সেক্টর ভিত্তিক ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের প্রথম ০৬ মাসে এপিও এর সর্বমোট ২৫ টি প্রোগ্রামে বাংলাদেশ থেকে ৩৪ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহন করে। এর মধ্যে এনপিও থেকে ১১ জন, শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে ০৯ জন, অন্যান্য মন্ত্রণালয় থেকে ০২ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে ১২ জন অংশগ্রহণ করেন । এই ধরনের প্রশিক্ষণ এবং কর্মশালার মাধ্যমে বাংলাদেশের অংশহগ্রহণকারীরা উৎপাদনশীলতার বিভিন্ন কলাকৌশল সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান লাভ করে এবং বিভিন্ন দেশ তাদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কিভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি তরান্বিত করছে তার সফলতার গল্প ভাগাভাগি করে।

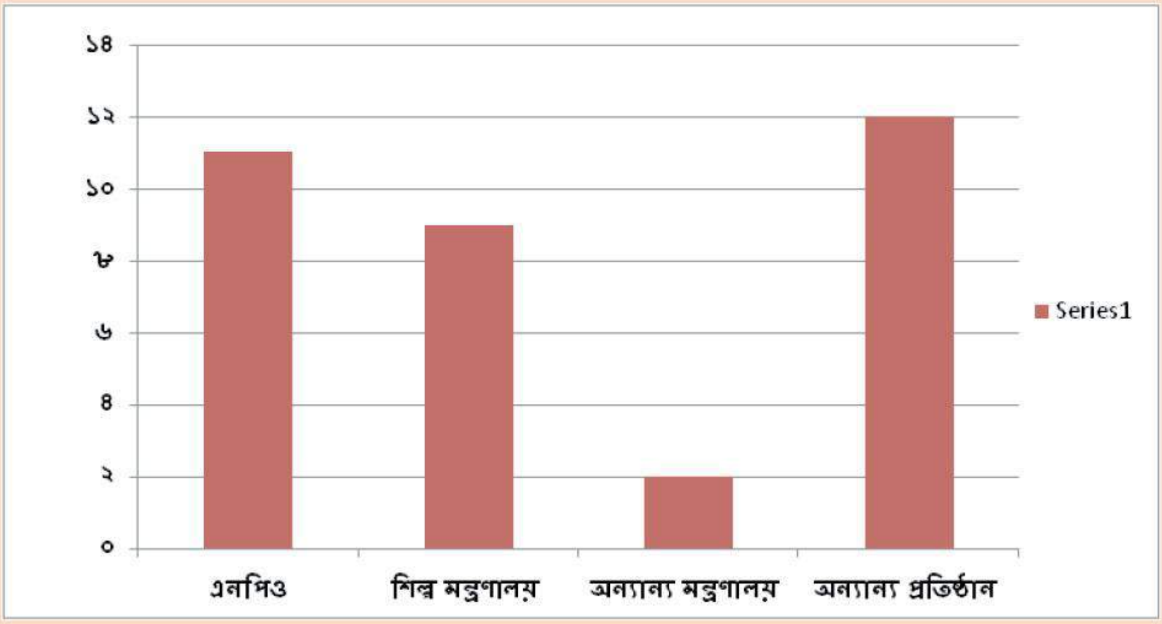

চিত্রঃ জুলাই ২০১৭- ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত বৈদেশিক প্রশিক্ষণে প্রেরিত জনবল

দক্ষিণ কোরিয়ার সিউলে গত ২৪-২৬ অক্টোবর, ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন দেশের এনপিও প্রধানদের সম্মেলনে বাংলাদেশ এর এনপিও প্রধান জনাব এস.এম. আশরাফুজ্জামান (যুগ্ম সচিব) ও এপিও এর মহাসচিব মিস্টার শান্তি কানকতানাপর্ণ

গত ১৯-২১ জুলাই জাপানের টোকিওতে অনুষ্ঠিত Strategic Planning Workshop for Senior Planning Officers of NPOs and APO Liaison Officers প্রোগ্রামে এপিও এর মহাসচিব শান্তি কানকতানাপর্ণ এর সাথে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ দাবিরুল ইসলাম এবং এনপিও এর যুগ্ম- পরিচালক জনাব মোঃ আব্দুল মুসাব্বির।

গত ২৪-২৬ অক্টোবর, ২০১৭ তারিখে দক্ষিণ কোরিয়ার সিউলে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন দেশের এনপিও প্রধানদের সম্মেলনে বাংলাদেশ এর এনপিও প্রধান জনাব এস.এম. আশরাফুজ্জামান (যুগ্ম সচিব) বক্তব্য প্রদান করছেন।

গত ২১-২৫ অগাস্ট, ২০১৭ তারিখে ফিজির সুভাতে অনুষ্ঠিত Training Course on Basic Productivity Tools for SMEs"প্রোগ্রামে প্রশিক্ষণ শেষে সনদ গ্রহন করছেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের উপসচিব জনাব মোঃ জসীম উদ্দীন বাদল ও এনপিও এর গবেষণা কর্মকর্তা রিপন সাহা।

গত ২১-২৫ অগাস্ট, ২০১৭ তারিখে ফিলিপাইনে অনুষ্ঠিত "Workshop on Common Assessment Framework For the Public Sector" প্রোগ্রামে প্রশিক্ষণ শেষে সনদ গ্রহন করেন এনপিও এর গবেষণা কর্মকর্তা মিজ সুরইয়া সাবরিনা এবং গবেষণা কর্মকর্তা জনাব মেহেদী হাসান

এনপিও তে ই-নথি বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

বর্তমান সরকার এর ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে এনপিও এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের a2i এর সমন্বিত প্রচেষ্টায় গত ২৭-২৮ ডিসেম্বর, ২০১৭ ইং তারিখে ০২ দিনব্যাপী ই-নথি বিষয়ক প্রশিক্ষণ (এনপিও) তে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন জনাব খোরেশেদ আলম খান, উপ-সচিব ও ডোমেন স্পেশালিস্ট, a2i প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং জনাব সত্যজিৎ রায় দাশ, সিনিয়র সহকারী সচিব, a2i প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। এতে এনপিও পরিচালক (যুগ্ম সচিব) জনাব এস.এম. আশরাফুজ্জামানসহ অন্যান্য সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এনপিও তে ই-নথি কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

এনপিও'র পরিচালক জনাব এস. এম. আশরাফুজ্জামান কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে নিয়ে এনপিও তে ই-নথি বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

শ্রম উৎপাদনশীলতা ও এশিয়া-প্যাসিফিক আঞ্চলিক অর্থনীতিতে বাংলাদেশ

মোঃ মিজানুর রহমান
সহকারী ব্যবস্থাপক
ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন
শিল্প মন্ত্রণালয়

উৎপাদনের উপকরণসমূহ প্রত্যাশিত পণ্য ও সেবা উৎপাদনে কিরূপ কার্যকরভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে তার পরিমাপকই হচ্ছে উৎপাদনশীলতা। সমপরিমাণ পুঁজি, শ্রম, জ্বালানী ও অন্যান্য উপকরণসমূহ ব্যবহার করে পূর্বের তুলনায় অধিক পরিমাণ উৎপাদন পাওয়া গেলে উৎপাদনশীলতা বেড়েছে বলা যাবে। অধ্যাপক জে হেজার এবং অধ্যাপক বেরি রেন্ডারের প্রদত্ত সঙ্গামতে "উৎপাদনকে (তথাপণ্য ও সেবা) উপকরণ (তথাকাঁচামাল, জ্বালানী, শ্রম ও অন্যান্য যোগান) দিয়ে ভাগ করে যে অনুপাত পাওয়া যায় তাকে উৎপাদনশীলতা বলে"। অর্থাৎ উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন সময়ের কর্মদক্ষতা সমূহের তুলনামূলক বিশ্লেষণ হচ্ছে উৎপাদনশীলতা। এছাড়া অর্থনীতিবিদ লিওনার্ড জে. গ্যারেট ও মিলটন সিলভার এর মতে "একটি নির্ধারিত উৎপাদন পাওয়ার জন্যে কি পরিমাণ উপকরণ বা যোগান দরকার তার একটি পরিমাপক হল উৎপাদনশীলতা"।

উৎপাদনশীলতা সার্বিক ভাবে একটি প্রতিষ্ঠান তথা গোটা রাষ্ট্রের উৎপাদন প্রক্রিয়ার অর্জিত উৎকর্ষতার মাত্রার সূচক। এ বিষয়ে আমেরিকান অর্থনীতিবিদ রিকিড ডব্লিউ গ্রিফিন বলেন"একটি সংগঠনের সম্পদের দ্বারা অর্জিত পণ্য ও সেবার উৎপাদন স্তর হচ্ছে উৎপাদনশীলতা"। এক কথায় উৎপাদনশীলতা হল কম সম্পদ প্রয়োগে বেশি উৎপাদন বা কম সম্পদের মাধ্যমে একই পরিমাণপণ্য বা সেবার উৎপাদন। একই ভাবে শ্রম উৎপাদনশীলতা বলতে উৎপাদনের সাথে প্রয়োগকৃত শ্রমের অনুপাতকে বুঝায়। অর্থনীতির অধ্যাপক পল ক্রুগ ম্যানের মতে, 'সময়ের সাথে একটি দেশের শ্রম উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সক্ষমতার ওপর দেশটির জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন নির্ভর করে। শ্রম উৎপাদনশীলতা পরিমাপের সবচেয়ে সহজবোধ্য উপায় হচ্ছে দেশের জিডিপি ও কর্মী সংখ্যার অনুপাত গণনা করা। অপরদিকে কর্মী সংখ্যার পরিবর্তে দেশের মোট বিনিয়োগ কৃত শ্রম ঘন্টা ও জিডিপির অনুপাত শ্রম উৎপাদনশীলতার আদর্শ পরিমাপক।

এশিয়া ও প্যাসিফিক অঞ্চলের দেশগুলোতে বিগত কয়েক দশকে যে শক্তিশালী অর্থনৈতিক উন্নতি পরিলক্ষিত হয় তা মূলত সম্পদ নিভর অর্থাৎ মানব সম্পদ এবং দেশি-বিদেশী পুঁজির অধিক বিনিয়োগে তা অর্জিত হয়েছে। শুধু তাইনয়, এ অঞ্চলে দ্রুত বর্ধনশীল রাষ্ট্রসমূহের উৎপাদনশীলতা বিশেষ করে শ্রম উৎপাদনশীলতায় অর্জিত হয়েছে প্রভূত সাফল্য। এ সাফল্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল উন্নত বিশ্বের শ্রম উৎপাদনশীলতার সাথে ঐ দেশ গুলোর শ্রম উৎপাদনশীলতার পার্থক্য প্রায় অর্ধেকে নেমে আসা। যেখানে উন্নত দেশগুলোর শ্রম উৎপাদনশীলতা ১৯৯০ সালে এশিয়াও প্যাসিফিক অঞ্চলের গড় শ্রম উৎপাদনশীলতার প্রায় ২৪ গুণ ছিল তা ২০১৩ সালেহ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১২ গুণ, যদিও এটি পর্যাপ্ত নয় (ইকোনোমিক এন্ড সোশ্যাল সার্ভে, ইউএন-ইএসসিএপি, ২০১৬)। এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের পিছিয়ে পড়া দেশগুলোর নিম্ন উৎপাদনশীলতাই মূলত উন্নত বিশ্বের সাথে বিদ্যমান শ্রম উৎপাদনশীলতার এই বৃহৎ পার্থক্যের জন্য দায়ী।

এশিয়া ও প্যাসিফিক অঞ্চলের উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশ তুলনামূল ভাবে পিছিয়ে রয়েছে। তথাপি দ্রুত বর্ধনশীল শিল্প ও সেবা খাত বিগত বিংশ শতকের শেষদশক থেকে বাংলাদেশের অর্থনীতির উন্নয়নের ধারাকে স্থিতিশীল রেখেছে। ১৯৯১ সালে এ দেশের চরম দারিদ্রসীমা ৪৪.২ শতাংশ থেকেহ্রাস পেয়ে ২০১৬ সালে ১২.৯ শতাংশে দাঁড়ি য়েছে (এইচ আই ই এস, বিবিএস, ২০১৬)। বিগত কয়েক বছরধরে এদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ধারাবাহিক ভাবে ৬% এরঅধিক ছিল যা ২০১৭ সালে ৭.২৮% এ পৌছায় (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো [বিবিএস], ২০১৭)। তুলনামূলক ভাবে ক্ষুদ্র আয়তনের দেশ হয়েও বিনিয়োগের পরিবেশ তৈরি তথা জাতীয় ও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপনায় অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা, প্রণোদনা ও সুবিধাদি প্রদান এবং বিনিয়োগ বান্ধব নীতিমালা গ্রহণ বাংলাদেশে স্থিতিশীল বৈদেশিক বিনিয়োগ সমুন্নত রেখেছে যা সামগ্রিক এই অর্থনৈতিক উন্নতিতে ভূমিকা রেখেছে।

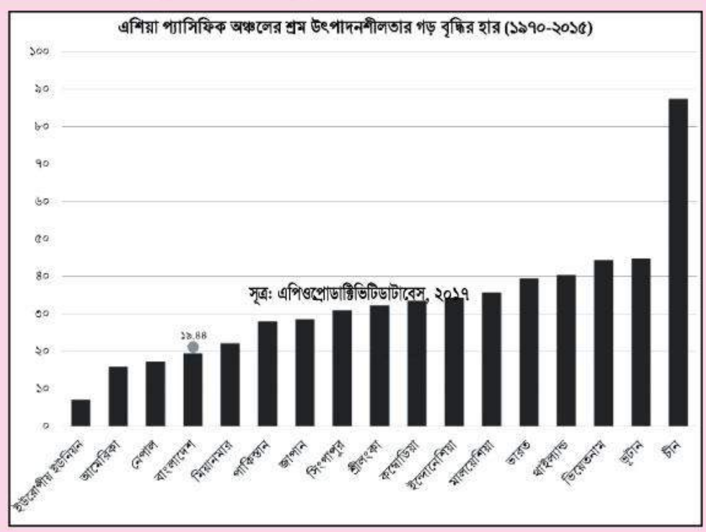

বর্তমানে এদেশের সামগ্রিক জাতীয় উৎপাদন প্রায় ২৪৯ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে মাথাপিছু যা প্রায় ১৬০২ মার্কিন ডলার (বিবিএস২০১৭)। কিন্তু শ্রম উৎপাদনশীলতায় বাংলাদেশ এখনো তেমন প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। এশিয়া ও প্যাসিফিক অঞ্চলের অন্যান্য পিছিয়ে থাকা দেশগুলোর মত স্পষ্টভাবেই বাংলাদেশের সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বিপুল পরিমাণ মানব সম্পদ এবং দেশি-বিদেশী পুঁজির উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে। এদেশের শ্রম উৎপাদনশীলতা মাত্র ৩৫০০ মার্কিন ডলার প্রতি শ্রম ঘন্টা যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্রম উৎপাদনশীলতার মাত্র ৫.৩১শতাংশ (এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন [এপিও] ডাটাবেজ, ২০১৭)। ১৯৭০ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত প্রতি শ্রম ঘন্টায় শ্রম উৎপাদনশীলতা হ্রাস-বৃদ্ধির তথ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে বাংলাদেশ তার প্রতিবেশীদেশ গুলোর তুলনায় অনেক নিম্নে অবস্থান করছে। শ্রম উৎপাদনশীলতা সবচেয়ে বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম হয়েছে চীন যা প্রায় ৮৭%। চীনের প্রতি শ্রম ঘন্টায় শ্রম উৎপাদনশীলতা ১৯৭০ সালে ছিল মাত্র ০.৫ মার্কিন ডলার যা ২০১৫ সালে ১০২০০ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। ভিয়েতনাম, ভারত, ভুটান ও চীন ৭০'এর দশকে শ্রম ঘন্টা প্রদি শ্রম উৎপাদনশীলতায় বাংলাদেশ থেকে অনেকাংশে পিছিয়ে থেকে ও বর্তমানে যথা ক্রমে ৪৪০০, ৬৯০০, ৬৩০০ ও ১০২০০ মার্কিন ডলারে উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছে।

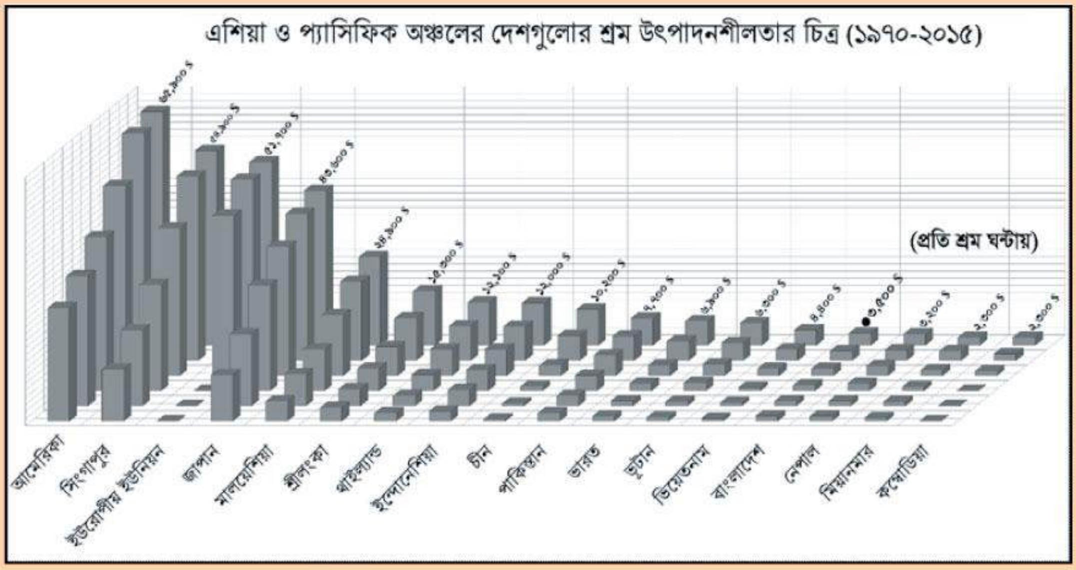

এ অঞ্চলের উন্নত দেশগুলো তথা সিংগাপুর ও জাপান শ্রম উৎপাদনশীলতা সূচনা থেকেই শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রেখেছে। এ দেশগুলো উন্নত বিশ্বের অন্যান্য দেশ তথা আমেরিকা ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন ভূক্ত দেশসমূহের মতোই শ্রম ঘন্টা প্রতি শ্রম উৎপাদনশীলতায় প্রবৃদ্ধি অর্জনে স্থিতিশীলতা বজায় রেখেছে যা উভয় দেশের ক্ষেত্রেই প্রায় ৬%। অপরদিকে আমেরিকা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতার এই সূচকের গড় প্রবৃদ্ধির হার যথাক্রমে ৩% ও ১%। উৎপাদনশীলতার এ সূচকে বাংলাদেশের গড় প্রবৃদ্ধির হার ১৯.৪৪% । শ্রম উৎপাদনশীলতায় পিছিয়ে থাকায় বাংলাদেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নে এক বিরাট সম্ভাবনার সম্মুখ দ্বারে রয়েছে। কারণ এ দেশটির মোট শ্রম শক্তি প্রায় ৭.২ কোটি (দ্যা ওয়ার্ল্ড ফ্যাক্টবুক, সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি [সিআইএ], ২০১৬)। এই বিপুল সংখ্যক শ্রম শক্তির ,শ্রম ঘন্টা প্রতি শ্রম উৎপাদনশীলতা অনেক অংশে বৃদ্ধির সুযোগ এখনো বিদ্যমান রয়েছে। এটি করা সম্ভবহলে দ্রুত বর্ধনশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সর্বোচ্চ গতিতে এগিয়ে যেতে সক্ষম হবে। তবে এজন্য সর্ব প্রথম প্রয়োজন নিয়ম তান্ত্রিক ও সঠিক উপায়ে উৎপাদনশীলতার পরিমাপ রাখা ও তা উন্নয়নে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া। চীনে ১৯৭৮ সালে অর্থনৈতিক সংস্কারের সময় নির্ভর যোগ্য উপায়ে উৎপাদনশীলতার পরিমাপ শুরু হয় এবং দেখা যায় যে বিগত বছর গুলোতে জিডিপি সহ অন্যান্য উৎপাদনশীলতার সূচকে প্রকৃত গণনার চেয়ে অতিরিক্ত অনুমান করা হতো। ফলে অনগ্রসরতার মূল কারণ হিসেবে নিম্ন উৎপাদনশীলতার বিষয়টি কখনোই গুরুত্ব পেতোনা। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল [আই এম এফ] এর এক গবেষণায় দেখাযায়, বর্তমানে চীনের ঈর্ষণীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শুধুমাত্র অধিক পরিমাণ পুঁজির বিনিয়োগ তথা নতুন কল-কারখানা স্থাপন, উৎপাদন কেন্দ্র ও মেশিনারীজ সংযোজন, যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ইত্যাদির একক অবদান নেই বরং দেশটির কর্মীদের অর্জিত কর্মদক্ষতা, নতুন ধরনের কাজে দক্ষতা বৃদ্ধি ও সর্বোপরি শ্রম উৎপাদনশীলতার দ্রুত-বৃদ্ধি ইত্যাদির বিরাট ভূমিকা রয়েছে। তৎপরবর্তী ১৯৭৯-৯৪ সময় কালের মধ্যে চীনা অর্থনীতিতে যে অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে তাতে উচ্চ উৎপাদনশীলতার ভূমিকা ছিল প্রায় ৪২% (আই এম এফ, ১৯৯৭)। চীনের মতই ভুটান, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, ভারত, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও কম্বোডিয়া এক সময়ের নিম্ন শ্রম উৎপাদনশীলতার দেশ হতে দ্রুত হারে অধিক শ্রম উৎপাদনশীলতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সবকয়টি দেশেই জাতীয় ভাবে উৎপাদনশীলতা ইস্যুটিকে গুরুত্বারোপ করেছে। দেশগুলোর উৎপাদনশীলতা পরিমাপ, উন্নয়ন ও পৃষ্ঠপোষকতা দানকারী সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহ আমাদের দেশের তুলনায় বহুগুণ সক্রিয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ ২০২১ সালে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশ (মাথাপিছু জিডিপি ৩৯৫৬৮ - ১২২৩৫৮) হিসেবে পরিগণিত হতে কাজ করে যাচ্ছে। সেইলক্ষ্য অর্জনে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ১০ শতাংশ অর্জন করতে হবে। দেশের বিপুল সংখ্যক শ্রম শক্তির প্রচ্ছন্ন কর্মদক্ষতা পূর্ণ প্রয়োগ তথা, শ্রম উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সুযোগটি কাজে লাগানোর দ্বারা বাংলাদেশ ২০২১ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ আয়সম্পন্ন অর্থনীতির দেশে পরিণত হতে সক্ষম হবে। দেশের উৎপাদনশীলতা বিশেষ করে শ্রম উৎপাদনশীলতা পরিমাপ, গণনা, উন্নয়ন ও পর্যবেক্ষণের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি-বেসরকারি দপ্তর ও প্রতিষ্ঠান সহ জাতীয় আয়ের সকল উৎসে শ্রম উৎপাদনশীলতা বিষয়ে পর্যাপ্ত সচেতনতা বৃদ্ধি, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে নানা বিধ কার্যক্রম গ্রহণ ও আরও অধিক হারে যত্নবান হলেই কেবল সুযোগটি কাজে লাগানো সম্ভব হবে।

উৎপাদনশীলতার মূল ধারণা ও এর গুরুত্ব

মোঃ আকিবুল হক
গবেষণা কর্মকর্তা
ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)

ভূমিকা ঃ

প্রতিটি মানুষ তার জীবনকে সুন্দর ও সুশৃংখলভাবে পরিচালনা করতে চায়। আর এজন্য সে বিভিন্ন অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি কর্মকান্ডের সাথে সংপৃক্ত থেকে দ্রব্য ও সেবার আদান-প্রধান করে থাকে। দ্রব্য ও সেবার আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে যে যত বেশি সম্পদের দক্ষ ও কার্যকরী ব্যবহার নিশ্চত করতে পারবে সে তত বেশি সফলতা পাবে। সম্পদের দক্ষ ও কার্যকরী ব্যবহার নিশ্চত করতে উৎপাদনশীলতা অনুশীলণ অপরিহার্য ।

উৎপাদনশীলতা কি (Productivity)

উৎপাদনশীলতা বলতে এক কথায় বুঝায় পূর্বের অবস্থা থেকে উন্নত অবস্থা। পূর্বের চেয়ে কম উপকরণ ব্যবহার করে উৎপাদনের পরিমাণ ও গুণগত মান বৃদ্ধি অথবা সমপরিমান উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন ও সেবার গুণগত মান বৃদ্ধিকে উৎপাদনশীলতা বুঝায়। সরকারি-বেসরকারি, উৎপাদন ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষে ১৯৬১ সালে এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) স্থাপিত হয় ।

উৎপাদনশীলতার সংজ্ঞা ঃ

বিভিন্নজনের দৃষ্টিতে উৎপাদনশীলতা বিভিন্ন রকম। নিম্নে উৎপাদনশীলতার সংঙ্গা দেয়া হলঃ-

গাণিতিকভাবে,
উৎপাদনশীলতা = আউটপুট ও ইনপুট এ দু'য়ের অনুপাত অর্থাৎ আউটপুট/ইনপুট ।

সামাজিক দিক থেকে ঃ

গতকালের চেয়ে আজকে ভালো এবং আজকের চেয়ে আগামী দিন আরও ভালো যাবে এ ধরনের চিন্ত-ভাবনা ও সে অনুযায়ী কাজ করাই হচ্ছে উৎপাদনশীলতা।

ব্যবস্থাপনাগত দিক থেকে ঃ

সম্পদের দক্ষ এবং কার্যকারী ব্যবহার নিশ্চত করাই হচ্ছে উৎপাদনশীতা ।

উৎপাদনশীলতার উদেশ্যসমূহ ঃ

অধিক উৎপাদন;
পণ্যের গুণগত মান উন্নয়ন;
উৎপাদন ব্যয় হ্রাস;
সময় মত ডেলিভারী দেয়া;
নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
কর্মীর মনোবল বৃদ্ধি করা।

উৎপাদনশীলতার পরিমাপ পদ্ধতি ঃ

গাণিতিকভাবে, উৎপাদনশীলতা=আউটপুট/ইনপুট
(আউটপুট বলতে উৎপাদিত পণ্যের মূল্য/ বিক্রিত পণ্যের মূল্য/ সংযোজিত মূল্য এবং ইনপুট বলতে উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত সকল উপাদান বা তার আর্থিক মূল্য)।

আউটপুট পরিমাপ ঃ

ক) পণ্যের পরিমানগত একক দিয়ে (যেমন-টন, মিটার, লিটার, সংখ্যা ইত্যাদি)
খ) পণ্যের মূল্য দিয়ে (যেমন-উৎপাদন মূল্য, সংযোজিত মূল্য) ।

ইনপুট পরিমাপ ঃ

- শ্রমিক : কতজন, কতঘন্টা, কতদিন, কর্মীগণের ব্যয়
- মূলধন : ভুমি, বিল্ডিং এবং অবকাঠামো, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
- কাঁচামাল : কাঁচামালের মূল্য
- জ্বালানি : তেল, বিদুৎ, গ্যাস ইত্যাদি
- অশিল্পজনিত ব্যয় : ষ্টেশনারি এবং প্রিন্টিং ব্যয়, ডাক, টেলিফোন বিল, পানির বিল, বিজ্ঞাপন বিল, ব্যাংকিং খরচ, ইনসুরেন্স, হিসাব, অডিট খরচ ইত্যাদি ।

উৎপাদনশীলতার প্রকারভেদ ঃ

উৎপাদনশীলতা ৪ প্রকার। যথাঃ- ১) মোট উৎপাদনশীলতা, ২) উপাদান উৎপাদনশীলতা, ৩) আংশিক উৎপাদনশীলতা এবং ৪) মোট উপাদান উৎপাদনশীলতা।
১) মোট উৎপাদনশীলতা= আউটপুট/ইনপুট (শ্রম, মূলধন, জ্বালানী,কাচামাল, অশিল্পজনিত ব্যয়)

২) উপাদান উৎপাদনশীলতা= আউটপুট/ যেকোন একটি উপকরন।
উদারহনঃ উপাদান উৎপাদনশীলতা= আউটপুট/ শ্রম, আউটপুট/মূলধন, আউটপুট/ জ্বালানী, আউটপুট/কাচামাল প্রভৃতি।
৩। আংশিক উৎপাদনশীলতা = আউটপুট/ একাধিক উপকরণ তবে মোট উপকরণের চেয়ে কম।

আংশিক উৎপাদনশীলতা = আউটপুট/ শ্রম + মূলধন, আউটপুট/ শ্রম + জ্বালানী অথবা আউটপুট/ মূলধন, কাচামাল, শ্রম ।
৪) মোট উপাদান উৎপাদনশীলতা= মোট উৎপাদন / শ্রম ও মূলধন।

উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতার মধ্যে সম্পর্ক ঃ

অনেকেই মনে করেন, উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা একই বিষয় এবং এদের মধ্যে সবসময় ধনাত্নক সম্পর্ক বিদ্যমান অর্থাৎ উৎপাদন বাড়লে উৎপাদনশীলতা বাড়বে এবং উৎপাদন কমলে উৎপাদনশীলতাও কমবে। আসলে উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি নিভর করে উৎপাদন ও উপাদান এ দুয়ের অনুপাতের উপর। অর্থাৎ উৎপাদন যে হারে বাড়বে উৎপাদন কাজে নিয়োজিত উপকরণ বা উপকরণজনিত ব্যয় যদি তার চেয়ে কম হারে বাড়ে তাহলে উৎপাদনশীলতা বাড়বে। আবার উৎপাদন যে হারে বাড়বে উপকরণ বা উপকরণজনিত ব্যয় যদি তার চেয়ে বেশি হারে বাড়ে তাহলে উৎপাদনশীলতা হ্রাস পাবে। অন্যদিকে, উৎপাদন স্থির থাকা অবস্থায় যদি উপকরণ বা উপকরণজনিত ব্যয় হ্রাস পায়, তাহলেও উৎপাদনশীলতা বাড়বে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উৎপাদন বাড়লে উৎপাদনশীলতাও বাড়বে কথাটি আংশিক সত্য, পুরোপুরি সত্য নয়।

উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির উপায়সমূহ ঃ

১। স্মার্টলি কাজ করাঃ শ্রমকের দক্ষতা বৃদ্ধি পেলে এবং কাজের প্রতি আন্তরিক ও সচেতন হলে অর্থাৎ স্মার্টলি কাজ করলে ইনপুট ঠিক রেখে আউটপুট বাড়ানো যায়। ফলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়।

$$\text{উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি} \Uparrow = \frac{\text{উৎপাদন (আউটপুট)} \Uparrow}{\text{উপকরণ (ইনপুট)} \Rightarrow}$$

২। ব্যয় কমিয়েঃ অপচয়রোধের মাধ্যমে পূর্বের উৎপাদন (আউটপুট) ঠিক রেখে উপকরণ (ইনপুট) ব্যয় কমিয়ে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা যায়।

$$\text{উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি} \Uparrow = \frac{\text{উৎপাদন (আউটপুট)} \Rightarrow}{\text{উপকরণ (ইনপুট)} \Downarrow}$$

৩। কাজের সমন্বয় করেঃ কাজের সমন্বয়ের মাধ্যমে ইনপুট ব্যয় বৃদ্ধির তুলনায় অধিক আউটপুট বৃদ্ধি করে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা যায় ।

$$\text{উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি} \Uparrow = \frac{\text{উৎপাদন (আউটপুট)} \Uparrow\Uparrow}{\text{উপকরণ (ইনপুট)} \Uparrow}$$

৪। উৎপাদন ও উপকরন ব্যয় কমিয়েঃ আউটপুটের তুলনায় ইনপুট অধিক কমিয়ে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা যায় ।

$$\text{উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি} \Uparrow = \frac{\text{উৎপাদন (আউটপুট)} \Downarrow}{\text{উপকরণ (ইনপুট)} \Downarrow\Downarrow}$$

উৎপাদনশীলতা অনুশীলনের মাধ্যমে নিম্নলিখিত সুফল পাওয়া যায় ঃ

* কারিগরি শিক্ষার প্রসার
* শ্রমিক-মালিক সুসম্পর্ক স্থাপন
* সৃজনশীল চিন্তা-চেতনার বিকাশ
* দ্রব্যের ও সেবার গুনগত মান বৃদ্ধি
* সম্পদের সুষম বন্টন ও দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ
* দ্রব্য মূল্য হ্রাস
* দ্রব্য ও সেবার চাহিদা বৃদ্ধি
* সঞ্চয় বৃদ্ধি
* অধিক মুনাফা
* অধিক বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি
* সরকারের রাজস্ব এবং ব্যয় বৃদ্ধি
* আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোর উন্নয়ন
* শ্রমিক অসন্তেষ্ঠো দুরীকরণ
* অসামাজিক ও অনৈতিক কার্যক্রম দুরীকরণ
* জনগনের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত ।

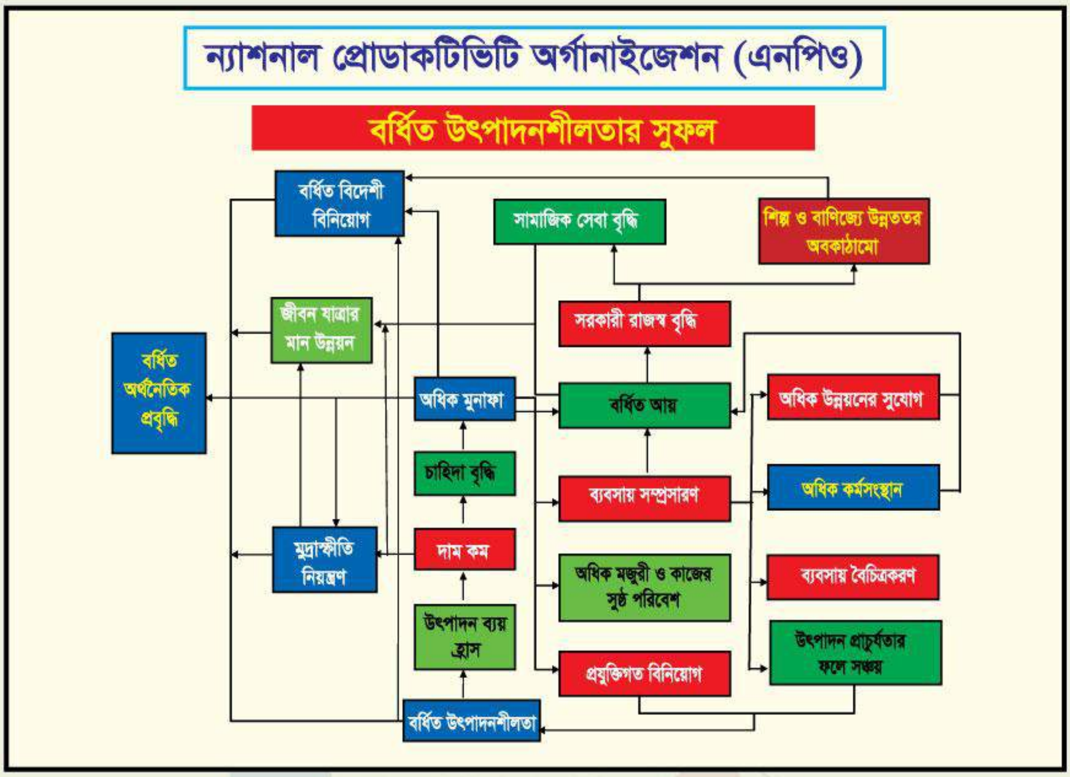

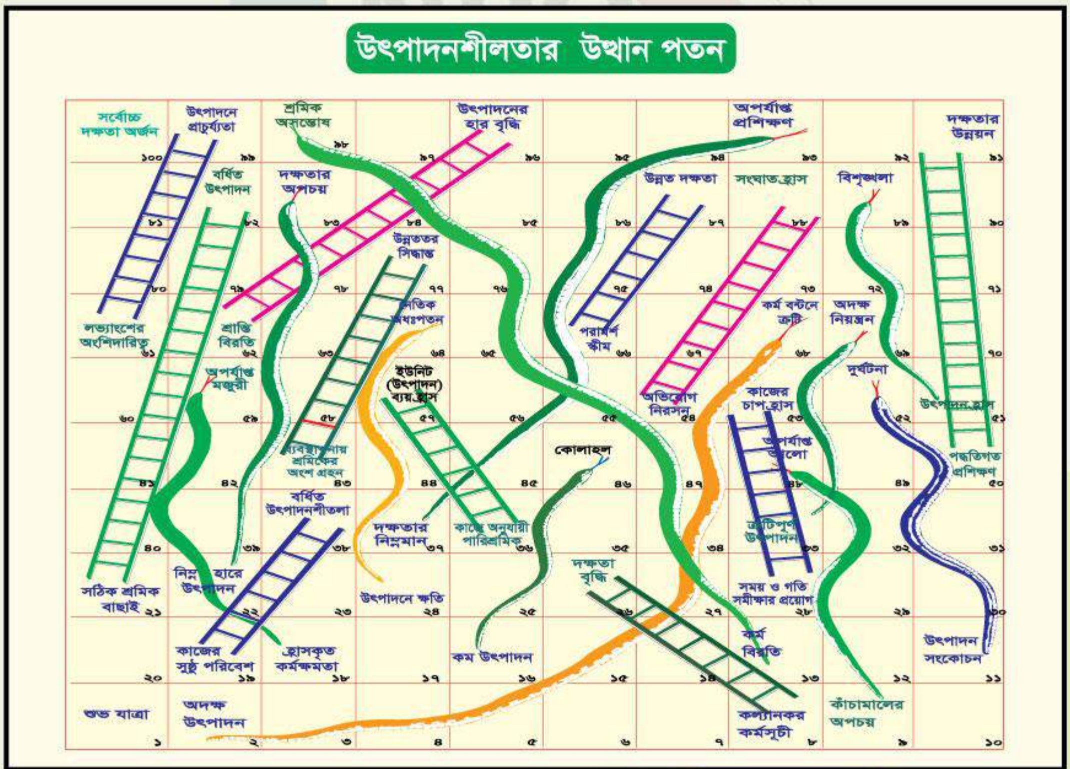

উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তথা ভিশন ২০২১ অর্জনের ক্ষেত্রে যুগোপযোগী ভূমিকা রাখবে। কাজেই উৎপাদন ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্টসহ প্রত্যেক নাগরিকের উৎপাদনশীলতার ধারণা এবং এর বৃদ্ধির উপায় সমূহ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে বাস্তব জীবনে এর প্রয়োগ এখন সময়ের দাবী।